রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ৩, ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩রা জুলাই, ২০১১/১৯শে আষাঢ়, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩রা জুলাই, ২০১১ (১৯শে আষাঢ়, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১১ সনের ১৪ নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংবিধানের প্রারম্ভে, প্রস্তাবনার উপরে সংশোধন।**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অতঃপর সংবিধান বলিয়া উল্লিখিত), এর প্রারম্ভে, প্রস্তাবনার উপরে "বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)" শব্দগুলি, কমা, চিহ্নগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে নিম্নরূপ শব্দগুলি, চিহ্নগুলি, কমাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম
(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/
পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।"।

৩। **সংবিধানের প্রস্তাবনার সংশোধন।**—সংবিধানের প্রস্তাবনার—

(ক) প্রথম অনুচ্ছেদে "জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের" শব্দগুলির পরিবর্তে "জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল –জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে; "।

৪। **সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ২ক অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**২ক। রাষ্ট্রধর্ম।**—প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।"।

৫। **সংবিধানের ৪ক অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ৪ক অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৪ক অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৪ক। জাতির পিতার প্রতিকৃতি।**—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।"।

৬। **সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৬ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৬। নাগরিকত্ব।**—(১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।"।

৭। **সংবিধানে নূতন ৭ক এবং ৭খ অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ।**—সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ৭ক এবং ৭খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**৭ক। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ।**—(১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায়—

(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা

(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে—

তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত—

(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা

(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে—

তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৭খ। সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য।— সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।"।

৮। **সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদের (১) ও (১ক) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (১) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।"।

৯। **সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৯ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৯। জাতীয়তাবাদ।—ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।"।

১০। **সংবিধানের ১০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ১০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১০। সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি।—মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।"।

৪

১১। সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১২ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।**—ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন,

বিলোপ করা হইবে।"।

১২। সংবিধানে নূতন ১৮ক অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ।—সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন ১৮ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**১৮ক। পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।**—রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"।

১৩। সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নিম্নরূপ নূতন (৩) দফা সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।"।

১৪। সংবিধানে নূতন ২৩ক অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ।—সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন ২৩ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**২৩ক। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি।**—রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"।

১৫। সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের—

(ক) (১) দফায় উল্লিখিত "(১)" সংখ্যা ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) (২) দফা বিলুপ্ত হইবে।

১৬। **সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৩৮ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩৮। **সংগঠনের স্বাধীনতা।**—জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি—

(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা

(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।"।

১৭। **সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদের (২) এবং (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (২) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।"।

১৮। **সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৪৪ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৪৪। **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ।**—(১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।"।

১৯। **সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের—

(ক) (২) দফার শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।"; এবং

(খ) (৩) দফায় "সহায়ক বাহিনীর সদস্য" শব্দগুলির পর "বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন" শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

২০। **সংবিধানের ৫৮ক অনুচ্ছেদের বিলোপ।**—সংবিধানের ৫৮ক অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

২১। **সংবিধানের ২ক পরিচ্ছেদে-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলোপ।**—সংবিধানের "২ক পরিচ্ছেদ- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার" বিলুপ্ত হইবে।

২২। **সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ৬১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"**৬১। সর্বাধিনায়কতা।**—বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে।"।

২৩। **সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের—

(ক) (৩) দফার "পঁয়তাল্লিশটি আসন" শব্দগুলির পরিবর্তে "পঞ্চাশটি আসন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) (৩) দফার পর নিম্নরূপ (৩ক) দফা সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন শত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।"।

২৪। **সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের—

(ক) (২) দফার (ঘঘ) উপ-দফা বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত (ঘঘ) উপ-দফার পর নিম্নরূপ নূতন (ঙ) ও (চ) উপ-দফা সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন যে কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা";

(গ) (২ক) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (২ক) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি—

(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা

(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে —

এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।"; এবং

(ঘ) (২ক) দফার পর নিম্নরূপ নূতন (৩) দফা সন্নিবেশিত হইবে,যথা:—

"(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।"

২৫। **সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৭০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৭০। **রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া।**—কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি—

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,

তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।"।

২৬। **সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের দফা (১) এর প্রথম শর্তাংশে উল্লিখিত "তবে শর্ত থাকে যে," শব্দগুলি ও কমার পর "১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপ-দফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৭। **সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদের

(ক) (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (৩) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর পনর দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।"; এবং

(খ) (৪) দফায় উল্লিখিত "মোট সংসদ-সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

২৮। **সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে "তবে শর্ত থাকে যে," শব্দগুলি ও কমার পর "কোন অর্থ বিলে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৯। **সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের (১) দফায় "সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩০। **সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৯৫ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৯৫। বিচারক-নিয়োগ।**—(১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং

(ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে; অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে; অথবা

(গ) সুপ্রীমকোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে;

তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।"।

৩১। **সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৯৬ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৯৬। বিচারকদের পদের মেয়াদ।**—(১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ বিধানাবলী অনুযায়ী ব্যতীত কোন বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না।

(৩) একটি সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল থাকিবে যাহা এই অনুচ্ছেদে "কাউন্সিল" বলিয়া উল্লেখিত হইবে এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ তাঁহাদের লইয়া গঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোন সময়ে কাউন্সিলের সদস্য এইরূপ কোন বিচারকের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন, অথবা কাউন্সিলের কোন সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন কারণে কার্য করিতে অসমর্থ্য হন তাহা হইলে কাউন্সিলের যাহারা সদস্য আছেন তাঁহাদের পরবর্তী যে বিচারক কর্মে প্রবীণ তিনিই অনুরূপ সদস্য হিসাবে কার্য করিবেন।

(৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব হইবে—

(ক) বিচারকগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা; এবং

(খ) কোন বিচারকের অথবা কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন সেইরূপ পদ্ধতি ব্যতীত তাহার পদ হইতে অপসারণযোগ্য নহেন এইরূপ অন্য কোন পদে আসীন ব্যক্তির সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।

(৫) যে ক্ষেত্রে কাউন্সিল অথবা অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যে রাষ্ট্রপতির এইরূপ বুঝিবার কারণ থাকে যে কোন বিচারক—

(ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারেন, অথবা

(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইতে পারেন, সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলকে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিতে ও উহার তদন্ত ফল জ্ঞাপন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(৬) কাউন্সিল তদন্ত করিবার পর রাষ্ট্রপতির নিকট যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে উক্ত বিচারক তাহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইয়াছেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা উক্ত বিচারককে তাহার পদ হইতে অপসারিত করিবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল, স্বীয় কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং পরওয়ানা জারী ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় উহার একই ক্ষমতা থাকিবে।

(৮) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।"।

৩২। **সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের "একজন এ্যাডহক বিচারক হিসাবে যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ বিচারক এইরূপ আসন গ্রহণকালে আপীল বিভাগের একজন বিচারকের ন্যায় একই এখতিয়ার ও ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৩। **সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৯৯ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৯৯। অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা।**—(১) কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(২) (১) দফায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে বহাল থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আপীল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন।"।

৩৪। **সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১০০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**১০০। সুপ্রীম কোর্টের আসন।**—রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।"।

৩৫। **সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১০১ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**১০১। হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার।**—এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্য প্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।"।

৩৬। **সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১০২ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১০২। **কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা।**—(১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে—

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে—

(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপরি-উক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোন আদেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ

(ক) যেখানে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থার কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; অথবা

(খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে

সেইখানে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত আবেদন সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশদান এবং অ্যাটর্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন এ্যাডভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশদান করিবেন না।

(৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।"।

৩৭। **সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদের (২) দফার (খ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (খ) উপ-দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন; অথবা"।

৩৮। **সংবিধানের ১০৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১০৭ অনুচ্ছেদের (২) এবং (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (২) এবং (৩) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং এই সংবিধানের ১১৩ ও ১১৬ অনুচ্ছেদের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারককে লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।"।

৩৯। **সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১১৬ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**১১৬। অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা।**—বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।"।

৪০। **সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদের দফা (১) এর উপ-দফা (গ) এ উল্লিখিত "(৩)" সংখ্যা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "(৩)" সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪১। **সংবিধানের ষষ্ঠ-ক ভাগের বিলোপ।**—সংবিধানের ষষ্ঠ-ক ভাগ বিলুপ্ত হইবে।

৪২। **সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**— সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের (১) দফায় "প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৩। **সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) ও (ঘ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (গ), (ঘ) ও (ঙ) উপ-দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;

(ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।"।

৪৪। **সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (৩) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে

(ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং

(খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংসদ সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবেন না।"।

৪৫। **সংবিধানের ১২৫ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৫ এর দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (গ) সংযোজিত হইবে, যথা :

"(গ) কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।"।

৪৬। **সংবিধানের ১৪১ক অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১৪১ক অনুচ্ছেদের—

(ক) (১) দফায় "তাহা হইলে তিনি" শব্দগুলির পর "অনধিক একশত কুড়ি দিনের জন্য" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) (২) দফার (গ) উপ-দফায় "অতিবাহিত হইবার পূর্বে সংসদের প্রস্তাব-দ্বারা অনুমোদিত না হইলে উক্ত" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(গ) (২) দফার শর্তাংশে "উক্ত ত্রিশ দিনের অবসানে" শব্দগুলির পর "অথবা একশত কুড়ি দিন সময়ের অবসানে, যাহা আগে ঘটে," শব্দগুলি এবং কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৪৭। **সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১৪২ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৪২। **সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা।**—এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও—

(ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;

(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;

(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৪৮। **সংবিধানের ১৪৫ক অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ১৪৫ক অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১৪৫ক অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৪৫ক। **আন্তর্জাতিক চুক্তি।**—বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।"।

৪৯। **সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের (৪) দফার—

(ক) (খ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (খ) উপ-দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) প্রধানমন্ত্রী; এবং

(খ) (ঘ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (ঘ) উপ-দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী;"।

৫০। **সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১৫০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৫০। **ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী।**—(১) এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তনকালে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী হিসাবে কার্যকর থাকিবে।

(২) ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখ হইতে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তন হইবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ, ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হইল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও দলিল, যাহা উক্ত সময়কালের জন্য ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৫১। **সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের (১) দফার—

(ক) "উপদেষ্টা" অভিব্যক্তির সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইবে;

(খ) "আইন" অভিব্যক্তির সংজ্ঞার পর নিম্নরূপ সংজ্ঞা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

" আদালত" অর্থ সুপ্রীমকোর্টসহ যে কোন আদালত;"; এবং

(গ) "প্রধান উপদেষ্টা" অভিব্যক্তির সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইবে।

৫২। **সংবিধানের প্রথম তফসিলের সংশোধন।**—সংবিধানের প্রথম তফসিলের "১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ) আদেশ (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং ১)।" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, বন্ধনী এবং দাঁড়ির পর "১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও নং ৮)।" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, বন্ধনী এবং দাঁড়ি সন্নিবেশিত হইবে।

৫৩। **সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের সংশোধন।**—সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের—

(ক) ফরম ১ এর "প্রধান বিচারপতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "স্পীকার" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) ফরম ১ক বিলুপ্ত হইবে;

(গ) ফরম ২ এর "প্রধানমন্ত্রী" শব্দটির পরিবর্তে "প্রধানমন্ত্রী" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) ফরম ২ক বিলুপ্ত হইবে।

৫৪। **সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের সংশোধন।**—সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের—

(ক) "১৫০ অনুচ্ছেদ " সংখ্যা ও শব্দের পরিবর্তে " ১৫০(১) অনুচ্ছেদ " সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) অনুচ্ছেদ ১২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ১২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১২। **স্থানীয় শাসন।**—এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশাসনিক এককাংশে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা আইনের দ্বারা প্রণীত পরিবর্তন-সাপেক্ষে অব্যাহত থাকিবে।"; এবং"।

(গ) অনুচ্ছেদ ৩ক, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ এবং ২৩ বিলুপ্ত হইবে।